দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 JUL 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

069

'৮৫ সালের সাবসিডিয়ারী বাতিল হওয়া ছাত্রদের আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সনে ২য় বর্ষ (কোর্স পদ্ধতির) সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় বিভিন্ন কারণে প্রায় ২৫জন ছাত্রের সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছেন। সাবসিডিয়ারীর কারণে তাদের সম্মান পরীক্ষাও বাতিল করে দিয়েছেন। এ আবার কেমন ব্যাপার? এনিয়ম ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না, নিয়ম ছিল সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা না দিলেও সম্মান ক্লাসে প্রমোশন দেয়া হতো। অথচ কর্তৃপক্ষ এ বছর থেকে নূতন নিয়ম চালু করলেন। কিন্তু এই নিয়ম ত দু'রকম হয়ে গেলো। দেখা গেছে, অনেকে '৮৫ সালের সাবসিডিয়ারী ('৮৭ সালে অনুষ্ঠিত) একপত্রও পরীক্ষা দেয়নি। অথচ তাদেরকে সম্মান ৩য় বর্ষে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। আর বিভিন্ন কারণে কর্তৃপক্ষ যাদের সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা বাতিল করেছেন তাদের সম্মান পরীক্ষাও দু' বছরের জন্যে। বাতিল করে দিয়েছেন অর্থাৎ এরা আউট। কারণ সম্মান পাস করতে লাগে ৫-৬ বছর, আবার সাবসিডিয়ারীর জন্যে যদি আরও ২।৩ বছর লাগে তাহলে, তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই।

অতএব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন সাবসিডিয়ারী বাতিলকৃত ছাত্রদের সম্মান বিষয় বহাল রাখা হোক এবং সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা নেয়ার সুযোগ দেয়া হোক। এভাবে শত শত ছাত্রকে সুযোগ দেয়া হচ্ছে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'রকম নিয়ম কেন? কোন কোন বিভাগ রয়েছে যেখানে ১টি বিষয়ের পরীক্ষা খারাপ হলে সে বিষয়ে আবার পরীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু সাবসিডিয়ারী নিয়ে এত জটিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে কেন? সাবসিডিয়ারী বিষয়ের নম্বরও অনার্সের সাথে যোগ করা হচ্ছে না। আর বাতিল শুধু এক বছরের জন্যে নয় দুই বছরের জন্যে। এ কি রকম শাস্তি তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেছেন কি?

তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, তাদের বাতিলকৃত সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা আবার দেয়ার সুযোগ দেয়া এবং অনার্স বহাল রেখে সম্মান শেষ বর্ষ পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হোক। সাথে সাথে সাবসিডিয়ারী বাতিল করে দিয়ে সব বিষয় অনার্সে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হোক, না হয় সাবসিডিয়ারীর অতিরিক্ত নম্বর অনার্সের সাথে যোগ করা হোক।

আবদুর রহমান জিহাদী
২০০৫, জহুরুল হক হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।